Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 152 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 152 – 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে সাম্য-ভাবের আলো-আঁধার

সোমনাথ চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: somshiva44@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
proletariat, communism, in relation to women's, religion, imperialism, capitalism, humanism.

Abstract

'Communism is one of the ways to build a orderly society. Three selected novels are used to understand the dynamic nature of communism. Tarashankar Bandopadhayay's (1898-1971) 'Manwantar' (1943), Balaichand Mukhopadhayay's (1899-1979) 'Agni' (1946) and Asim Roy's (1927-1986) 'Asanglagnakavya' (1973)- are the three novels used. Kanai is the charecter of 'Manwantar' novel. The novel traces his changed nature. There I saw, girls like Neela working day and night with the communists but it was not accepted by the common people. So the question arises, they are familiar with the communists spirit of equality and could not be united? The novel explores this answer. In the novel 'Agni', communist Neehar's wife Antara feels that the children of the country have chosen the path of communism only for fashion. She has faith in communism, but that faith is lost in Antara as the communist strugglers could not overcome nature. She is angry with her husband Neehar's behavior. Communism has created an oscillating state in his mind. She sought to unravel the mystery of communism by introspection. The ideological conflict of the communists is captured in the 'Asanglagnakavya'. Aruni, Upamanya believes in Chinese Communist Mao Tse Tung's (1893-1976) seizure of state power by armed means. On the other hand, Surya Banerjee wanted to create a 'chorus' through communism. Surya Banerjee wants a 'guide to action'. Selected Bengali novels record the thoughts of common people and communists about communism and communist party. Everyone is a social novelist. Their views are unique. But all three envisioned a communist orderly society. Their dream and dream-breaking behavior is the subject of our discussion.

Discussion

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) মানব সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি অনুসন্ধান করে জেনেছেন মানুষের সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের কাহিনি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁরা উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে মানুষের সৃষ্টিশীল উৎপাদনের কথা বলেছেন। মানুষের শ্রম হল সেই উৎপাদনে সাহায্যকারী বস্তু, যা দিয়ে সে নিজেকে

সমাজে বসবাস যোগ্য করে তোলে। তাঁরা দেখেছেন, উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের সমান্তরালভাবে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার রূপগুলি বেড়ে উঠেছে। আমরা এঙ্গেলসের 'The Origin Of The Family, Private Property, And The State' (1884) রচনার সাহায্য নিয়ে সমাজ বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সেখানে দেখতে পেয়েছি প্রত্যেক সমাজে থেকে গিয়েছে কিছু উঁচু পর্যায়ের লোক। এরা অন্যের সৃষ্ট শ্রমে নিজেদের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত ও কুক্ষিগত করে রাখে। আর সবচেয়ে অবহেলিত মানুষগুলিকে নানা দুর্দশা, দুঃখ ও বঞ্চনার শিকার হতে দেখা গেছে। মার্কসবাদীরা এই বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষগুলিকে 'প্রলেতারিয়েত শ্রেণী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায় থেকে এই শ্রেণিটিকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখে। পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত অবাধ বাণিজ্যের ফলে সৃষ্টি করে অবাধ প্রতিযোগিতার। এই অবাধ প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিটি বেঁচে থাকার জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পুঁজিপতিদের কাছে।[১] ফলে পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধে প্রলেতারিয়েতদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে। 'The Commiunist Manifesto' (1848) - তে বলা হয়েছে, পুঁজিপতিদের সৃষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রলেতারিয়েত এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে, যেখানে শ্রেণি বিরোধ বলে কিছু থাকবে না। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত নিজেদের ক্ষমতার বনিয়াদকে স্থাপন করবে।[২] শ্রেণি বিরোধের স্থানে প্রতিষ্ঠা পাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কাজেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণিটির অবস্থার উন্নতির জন্য কমিউনিস্টরা সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছেন। তারা উৎপাদনের উপায়গুলির ন্যায্য বণ্টনের মধ্য দিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছেন।[৩] কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য নানা পথের সন্ধান করেছেন। কমিউনিজমের তথা সাম্য-ভাবের ধারনাটি বহু শতাব্দীর বিকাশের ফল। কমিউনিজমের ধারণাটি নিয়ে কমিউনিস্ট ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে কৌতূহলবোধ দেখা গেছে। সাম্যবাদের পথে চলতে চলতে ভিন্ন ভিন্ন উপপথের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্য-ভাবের আলো-আঁধারের পরিচয়টিকে খুঁজে পেতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮ - ১৯৭১) 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯ - ১৯৭৯) 'অগ্নি' (১৯৪৬) ও অসীম রায়ের (১৯২৭ - ১৯৮৬) 'অসংলগ্নকাব্য' (১৯৭৩) এই তিনটি নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত এই বাংলা উপন্যাসগুলিতে কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেকেই সমাজ নির্ভর ঔপন্যাসিক। স্বতন্ত্র তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। স্বতন্ত্র তাঁদের কথা বলবার কৌশল। তিন ঔপন্যাসিক সাম্য-ভাবের প্রেক্ষিতে সমাজের গতিপ্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। তিনজনের ছবি স্বতন্ত্র। অথচ তিনজনেই একটি সাম্যবাদী সুশৃঙ্খল সমাজের কথা কল্পনা করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভঙ্গের চালচিত্র আমাদের আলোচনার বিষয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের চরিত্র কানাই। সে তার চোখের সামনে দেখেছে তার পরিবারের ব্যাধি, উন্মাদ। চক্রবর্তী বংশের লালসা ও বিলাসবহুল জীবনের বিষ তাকে ছুঁয়ে গেছে। তার কেবল ভয় হয় নিজের বাড়িতে এলেই। এই ভয় সে পরিবার থেকে পেয়েছে। সে এই ভেবে ভয় পেয়েছে যে বাড়িটার 'সংক্রামকতা'[৪] তাকেও আক্রমণ করবে। সে জানে তার পরিবারের সন্তানদের সূতিকাগৃহে মৃত্যু হয়েছে। আর যারা বেঁচে গেছে তাদের মায়েদের জীবন হয়ে উঠেছে 'দুর্বিষহ'। "তার রক্তের মধ্যেও যে সে বিষ আছে।"[৫] এই বিষের কথা সে তার পিতৃবন্ধু ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছে। এই বিষ তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে –

> "[কানাই] গিয়ে কি করব? খুব জোরালো একটা বক্তৃতা দিলে কি তাদের দুঃখ দূর হবে? না, সরকার শশব্যস্ত হ'য়ে প্রতিকার করতে ছুটবে? এসব আমার কাছে যাত্রার দলের ভীমের অভিনয় ব'লে মনে হয়।
> নীলা ব'লে উঠল - কিন্তু প্রতিবাদের, প্রতিকারের যতটুকু অধিকার আছে- সেটুকু গ্রহণ না-করার নাম কাপুরুষতা -হ্যাঁ কাপুরুষতাই। সে মুখ ঘুরিয়ে বসলো।"[৬]

সে ছাত্র সভার সভ্য নীলা ও তার ছোট ভাই নেপীর কাজকে কাজ বলে মনে করেনি। সাইক্লোন পীড়িত মেদিনীপুরের মানুষগুলি জন্য নীলা, নেপী রিলিফের কাজে নেমেছে। সে দেখেছে এই নীলা একটা গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হতে পারতো। কিন্তু সে তা না করে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সঙ্গে রিলিফের কাজ করে চলেছে। নীলা ও কানাইয়ের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কানাইয়ের আচরণকে এভাবে প্রকাশ পেতে দেখে অবাক হতে হয়েছে। নেপী রিলিফের কাছে কানাইয়ের সাহায্য চাইলে সে সরাসরি না করেছে। না করার মধ্যে তাদের কাজের প্রতি কানাইয়ের অবিশ্বাস ধরা পড়েছে।

তার মতে এসব কিছুই না। তার কাছে নীলা, নেপীদের এই সমস্ত কর্মকান্ড যাত্রা দলের ভীমের অভিনয় বলে মনে হয়েছে। তার মনে হয়েছে নীলা, নেপীরা এই সমস্ত কিছুই জনগণকে দেখানোর জন্য করছে। সাধারণ মানুষ যেমন যাত্রাপালা দেখে বিনোদন পেয়ে থাকে, তেমনি নীলা-নেপীদের এই সমস্ত কাজ। সে শুধু মেদিনীপুরের অসহায় মানুষদের প্রতি তার দরদ প্রকাশ করেছে। এর অধিক সে বেশি কিছু আশা করে না। মাও সে তুং একজন কমিউনিস্টদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন -

> "At no time and in no circumstances should a Communist place his personal interests first; he should subordinate them to the interests of the nation and of the masses."[৭]

সাম্য-ভাবে সাধারণ মানুষগুলির জন্য কাজ করে, তাদের সঙ্গে পাশে থেকে তাদের দুঃখ, কষ্ট, বেদনাগুলির ভাগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কমিউনিস্টদের মতে জনগণ হল আসল নায়ক। পাশাপাশি কিছু মানুষের ব্যাপারে এটাও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে তারা কমিউনিস্টদের কাজকে মেনে নেবে না। কানাইয়ের মতো মানুষগুলির স্বভাবকে দেখতে পেয়েছি। সাম্য-ভাব নিয়ে তার মধ্যে দ্বিধা দেখা গেছে। কানাই জানে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণি তার অধিকারকে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না। উলটে তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে সাধারণ মানুষগুলির ওপর দুর্দশা আরো বেশি করে নেমে আসবে। আবার মধ্যবিত্ত স্বভাবের ফলে রাষ্ট্রশাসিত সমাজ ব্যবস্থার অধীনে থেকে কানাইয়ের মতো মানুষগুলি কিছু জিনিস এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। তার কথাবার্তায় মধ্যে একটা পুঁজিবাদী বুর্জোয়া মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। কানাই নীলা, নেপীদের কাজকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাদের এই কাজকে অস্বীকার করেছে। সাম্যবাদে বিশ্বাসী নীলার কানাইয়ের কথা শুনে পছন্দ হয়নি। সে কানাইকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, প্রতিবাদ না করে চুপ করে বসে থাকাটাও এক ধরনের কাপুরুষতা। তার মনে হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষগুলি যখন অসহায় হয়ে পড়েছে তখন কানাইয়ের উচিত হয়নি সেই অসহায়তাকে ব্যঙ্গ করা। সে কারণে নীলা কানাইয়ের ওপর রেগে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে কানাইয়ের যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেখানে কানাইয়ের ব্যঙ্গাত্মকপূর্ণ কথাবার্তা তাকে আঘাত দিয়েছে। ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের দিনগুলিতে ভয়াবহ বন্যা, দুর্ভিক্ষ, জাপানি বোমা, প্লাবনের মতো ঘটনাগুলি সাধারণ মানুষদের জীবনকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সেই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সভ্যরা মানুষদের সাহায্য করার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যে তারা মেদিনীপুরের মানুষগুলির জন্য রিলিফের কাজে নেমেছেন। নীলা, নেপী প্রমুখরা এই কাজ দায়িত্বের সঙ্গে করেছে।

নারী প্রসঙ্গে :

শুধুমাত্র কানাইয়ের ক্ষেত্রে নয়, জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ কমিউনিস্টদের কাজটিকে ভালো চোখে দেখেনি। তাদের মতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সংযমের নামে, শ্লীলতার নামে নিজেদের দলে মেয়েদের ভর্তি করে নিন্দামুলক কাজ করে চলেছে।

> "একটা কথা তার কানে এল- Politics আজকাল জমেছে ভাল। বেশ যাকে বলে রসিয়ে উঠেছে।"[৮]

তাদের মতে এই নিন্দা সমাজ অনুশাসনকে তোয়াক্কা না করা। সমাজধর্মীরা সামাজিক অনুশাসনের নাম নিয়ে নারীদের ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে অভ্যস্ত। দেবপ্রসাদ সেনের কন্যা নীলা কিন্তু হাইস্কুলের কাজের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মুক্তমনে কাজ করতে চেয়েছে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজে নেমে সে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। নিজের অর্জিত শিক্ষাকে সমাজের অসহায় মানুষগুলির প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য পথে নেমেছে। সে তার চোখের সামনে দেখেছে মেদিনীপুর থেকে অসংখ্য মানুষ শহরে এসেছে। মেদিনীপুর থেকে তারা এসেছে অন্নের সন্ধানে। তাদের গোরু-বাছুর, ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, ভেঙে গেছে। মানুষগুলির করুণাবস্থা দেখে নীলা তাদের জন্য কাজ করেছে। নীলার এই কাজের মধ্যে তার মানবিক দিকটিকে যেমন দেখেছি ঠিক তেমনি বড়ো হয়ে উঠেছে তার স্বাধীন চেতনা। কমিউনিজমে নারীকে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'THE COMMUNIST MANIFESTO' - তে উৎপাদন পদ্ধতির অবলুপ্তির সঙ্গে ওই ব্যবস্থা থেকে উঠে আসা নারীদের উপর বুর্জোয়াদের অধিকারের অবসানের কথা বলা হয়েছে।[৯] নীলা এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 152 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সাম্রাজ্যবাদ - পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ' পর্যায় :

মার্কসবাদীরা পুজিঁতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিদের দ্বারা মানুষের শ্রম শোষণের মধ্যে নিহিত অন্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে যে শ্রম পায় তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই শ্রমের একটা অংশ শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন হয়, আরেকটা অংশ হল অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত শ্রম যা মালিক আত্মসাৎ করে থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণির পুঁজি সঞ্চয় ঘটে মানুষের শ্রমের উদ্বৃত্ত অংশটিকে ভোগ করার মধ্য দিয়ে। তারা অনুসন্ধান করে জেনেছেন উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির ফলে এক ধরনের মানুষের মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। তারা এই ক্ষমতা জোড়পূর্বক প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন সম্পর্কটিকে যেকোনভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। এই সম্পত্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নেমেছে -

> "Competition is the completest expression of the battle of all against all which rules in modern civil society. This battle, a battle for life, for existence, for everything, in case of need a battle of life and death, is fought not between the different classes of society only, but also between the individual members of these classes."[১০]

আধুনিক নাগরিক সমাজে প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধের। এই যুদ্ধ, জীবনের জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সবকিছুর জন্য, প্রয়োজনে জীবন-মৃত্যুর লড়াই, শুধুমাত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে নয়, একই শ্রেণির পৃথক সদস্যদের মধ্যেও। প্রতিযোগিতা সমগ্র বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ভূমিকা তৈরি করেছে। প্রত্যেক দেশ জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছে। এই অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে অগাধ সাম্রাজ্যবাদের। প্রত্যেকটি দেশ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে অন্যান্য দেশের সম্পদকে গ্রাস করেছে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ভি. আই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) 'Vast Colonial possessions' এবং 'monopolist position in thw world' প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] এই অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়ে অমলের মতো মানুষগুলি কালোবাজারি ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে। উপন্যাসে দেখা গেছে মানুষ নিজের অভিপ্রায় উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে –

> "যে কৃত্রিম বৈষম্যের ফলে এ যুদ্ধ-সৃষ্টি মানুষ সম্ভব করে তুলেছে, যুদ্ধের অপচয়ে সে বৈষম্য একদিকে ক্ষয়িত হয়ে আসছে, কিন্তু মানুষ প্রাণপণে সে বৈষম্যেকে পরিপূরিত করে চলেছে। আর যদিই বা থামে, তবে ভাবীকালের নবতর যুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে তবে সে থামবে।"[১২]

মানুষ ভালোবাসার বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক বৈষম্য, বিভিন্ন বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে। এই বৈষম্য বুর্জোয়া মানসিকতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে এরকম একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কানাই, নীলা, নেপী প্রত্যেকেই দেখেছে অসহায় মানুষগুলি এই অবস্থার শিকার হয়েছে।

কমিউনিজমে মানুষের দ্বারা মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া এই বৈষম্যকেই নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রে একমাত্র জয়লাভের মধ্য দিয়েই একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত সমাজতন্ত্রে আওতায় মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের একটা অগ্রগতি শুরু হয়। এই অগ্রগতি প্রথমে জনসাধারণের কিছু অংশের মধ্যে বিকাশ লাভ করে, পরবর্তীকালে সমগ্র জনসাধারণ এই অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করে।[১৩] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই একটা রূপ। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যই কমিউনিস্ট বিজয় গান্ধিজির নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখেছে। কমিউনিস্ট ভাবনায় ভাবিত বিজয় মেনে নিয়েছে কমিউনিজমের জয় সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। সাম্য ভাবনা কানাইয়ের মানসিকতাকে করেছে উন্নীত। এই কানাই কমিউনিস্টদের কাজকে এক সময় বলেছিল যাত্রাপালার মতো। আজ তার মনের এই ভাবনা দূর হয়েছে। সে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে মিশে থাকতে চেয়েছে। পরিবার সূত্রে পাওয়া বিষে সে জর্জরিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কর্মের মধ্য দিয়ে সে জয়ী হয়েছে।

> "কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে সে জয় করতে চায় এই দুর্বলতাকে, নিজের কাছে এই লজ্জা থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।"[১৪]

নীলা, নেপী, রমেন বিজয়, আবদার রহমান প্রমুখ কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে নেমে কাজ করেছে।

> "বিজয়দা বললেন - বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, / বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"[১৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 152 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কমিউনিজম মানুষের মনের অন্ধ কুঠুরিগুলিকে দূর করতে সাহায্য করেছে।

পরাধীন ভারত দেশের মুক্তির জন্য জাতীয় কংগ্রেস দল ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের কর্মসূচিগত অবস্থান ঘোষণা করেছিল। সেখানে জাতীয় কংগ্রেস দল ব্রিটিশ বিরোধিতা করার জন্য ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।[১৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়ে (১৯৩৯ - ১৯৪৫) তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিটলারের জার্মান বাহিনী দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ'-এর তাত্ত্বিক লাইন ঘোষণা করেছিল। এই তাত্ত্বিক লাইনের নীতি অনুসারে ব্রিটিশদের সমর্থনের প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, বিশ্বের কাছে ফ্যাসিস্টরা প্রধান 'শত্রু'। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে যুদ্ধে জনগণের জয় সম্ভব। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নকে সুরক্ষিত করতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জয়কে সুনিশ্চিত করে তুলতে চেয়েছিল।[১৭] বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নি' উপন্যাসে দেখেছি চরিত্র অংশুমানকে। এই অংশুমান কারাগারে বন্দি। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে অংশুমান গান্ধিজির আগস্ট আন্দোলনের কর্মসূচিকে সমর্থন করতে গিয়ে বন্দি হয়েছে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট নীহার কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের তাত্ত্বিক লাইনের সমর্থনকারী একজন। আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে সে ব্রিটিশদের কাছ থেকে 'রায় সাহেব' উপাধি পেয়েছে। নীহারের স্ত্রী অন্তরা কমরেড মীরা দত্তকে একটি চিঠি লিখেছে। চিঠিতে কমিউনিজম সংক্রান্ত তার চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ফুটে উঠতে দেখা গেছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল -

কমিউনিস্ট ও প্রলেতারিয়েত প্রসঙ্গে :

কমিউনিস্টরা বিশ্বের যেকোনো দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাণ্ডারি। তারা দেখেছে মানুষের শোষণ, বঞ্চনাগুলিকে। তারা লক্ষ করেছে মানুষের এই বঞ্চনা সৃষ্টি হয়েছে কখনও দেশীয় লোকেদের দ্বারা, কখনও বা ঔপনিবেশিক কারণে। পুঁজিবাদী দেশগুলির অবাধ প্রতিযোগিতার কারণে শুরু হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ক্ষমতার দ্বারা জনগণের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে নিজেদের কুক্ষিগত করেছিল। মানুষের শ্রমকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। সমাজের অন্য মানুষেরা বাধ্য হয়েছিল শ্রমকে তাদের কাছে বিক্রি করতে। কমিউনিস্টদের কাছে এই সমস্ত লোকেরা 'প্রলেতারিয়েত শ্রেণি' বলে পরিচিত হয়েছে। কমিউনিস্টদের মতে প্রলেতারিয়েতরা সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত শ্রেণি। কমিউনিস্টদের বঞ্চিত শ্রেণিটির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য লড়াই করতে দেখা গেছে –

> "The Communists, therefore, are on the one hand, practically, the most advanced and resolute section of the working-class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement."[১৮]

কমিউনিস্টরা প্রলেতারিয়েতের জন্য লড়াই করেছে। প্রলেতারিয়েতের শ্রম যেন কোনো ভাবেই বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াইয়ে নেমেছে। প্রলেতারিয়েত যাতে বেঁচে থাকার জন্য জীবনের ন্যূন্যতম উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য কমিউনিস্টরা লড়াই করেছে। তারা শোষণের উপায়টি দূর করতে চেয়েছে। বুর্জোয়ারা যাতে শুধুমাত্র পুঁজি বাড়াবার জন্য প্রলেতারিয়েতদের ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে কমিউনিস্টরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কমিউনিস্টদের স্বার্থ প্রলেতারিয়েত শ্রেণিটির প্রতি। এর জন্যই তারা প্রলেতারিয়েত শ্রেণিটির হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। তারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির উপর বয়ে চলা শোষণ ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিতে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অবস্থাটিও এমন ছিল।

> "তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝি নি। এখন কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম নয়, আত্মপ্রেম।"[১৯]

কমিউনিস্ট 'ডেপুটি' নীহারের আভিজাত্যের দ্বারা অন্তরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। সে নিজে স্বীকার করেছে শ্রমিকদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে আড্ডায় তাদের বিষয়ে আলোচনা করলেও তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থটি ছিল। সে বলেছে একটা ঝোঁকের বশে দেশের সাধারণ মানুষগুলিকেও সেদিন কমিউনিস্টদের সঙ্গে দলে দলে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তবে অন্তরার মতে প্রলেতারিয়েতদের সাহায্যের জন্য তারা অংশগ্রহণ করেনি। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে

আসেনি। তার মতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দিশাহীন বেকার ছেলেমেয়েরা কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই বেকার জীবন তাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে করেছে ক্ষতবিক্ষত। সে বুঝেছে বেকার ছেলেরা বিয়ে করার জন্য মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না বলে তাদের মনের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তার মতে বেকার ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনের হতাশার জ্বালায় ভুগে কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেশ নির্মাণে কাজে লেগেছে। অন্তরার মতে তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম জানত বলেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খারাপ পরিস্থিতিকারীদের 'ছোটলোক'[২০] বলে সম্বোধন করেছে। সে স্বীকার করেছে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা 'বণিক সভ্যতার' পরিচয় বহন করেছে। এই সভ্যতার পরিচয় তার বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে। এই বৈজ্ঞানিকতা তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করার পরিবর্তে বেঁধে রেখেছে। এক কথায় তার মনে হয়েছে এই বণিক সভ্যতা তাদেরকে দাসত্বে পরিণত করেছে। কমিউনিজমের বিকাশ পর্বে বণিক তথা পুঁজিবাদী সমাজের কথা বলা আছে। এই সমাজে রাষ্ট্র নায়কেরা সমাজকে শাসন করে থাকে।[২১] অন্তরা সেই সমাজের কথা জানত। সুতরাং সে কমরেড মীরা দত্তকে কমিউনিস্টদের দ্বারা ব্রিটিশদের সমর্থনের প্রস্তাবটির ব্যাপারে আরও একবার ভেবে দেখতে বলেছে। সে বলেছে –

> "একটা কথা আমি বুঝেছি, কারও উদ্দেশ্য যদি মহৎ এবং আচরণ যদি অকপট হয়, তা হ'লে কেবল মতবিরোধের জন্য কেউ তাকে ঘৃণা করে না। ভণ্ডই ঘৃণ্য।"[২২]

নীহারের মধ্যে সে এই ভণ্ডামির পরিচয় পেয়েছে। অন্তরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করছে না। সে জানে কমিউনিস্টরা সৎ ও সাহসী। কমিউনিস্টরা যে শোষণহীন সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন-এতেও তার আপত্তি নেই। সে নীহারের মতো কমিউনিস্টদের কাজকে মেনে নিতে পারেনি। নীহারের আচরণ দেখে তার মনে হয়েছে এটা কমিউনিজমের পথ থেকে বিচ্যুতি। সে তার স্বামী নীহারের আচরণের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্টদের দোষারোপ করেছে। সে বলেছে নীহারের মতো কমিউনিস্টদের আচরণের মধ্যে ত্যাগ ছিল না, ছিল 'মুখোশ-পরা স্বার্থপরতা –

> "কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা করে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন।"[২৩]

অন্তরার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা তাকে দাঁড় করিয়েছে কমিউনিস্টদের কাছে। সে আত্ম-সমালোচনার দ্বারা কমিউনিজমের 'লেবেল মারা পূজনীয়দের'[২৪] প্রতি তার বিশ্বাসের ভিত খুঁজেছে। সত্যকার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে কমিউনিজমের প্রকৃত ভিতগুলিকে। সে বলেছে দলের চেয়ে কমিউনিজমের পাল্লা ভারি। তবে মানুষের কাছে দলটাই যখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রটা কমে আসে। সে কমিউনিস্ট স্বামীর অত্যাচার দেখেছে। সে দেখেছে আগস্ট আন্দোলনকারীদের উপর তার স্বামীর ব্যবহারকে। সে মনে করেছে সাম্যের ভাবনাটি কোনও দলগত গঠন ঐক্যের উপর নির্ভর করে না। সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে 'নিঃস্বার্থ'[২৫] ও 'ত্যাগী'[২৬] কমিউনিস্টদের দায়িত্ব সম্পর্কে সে সচেতন আছে। তাই তার চোখ বারেবারে সত্যকার নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী কমিউনিস্টদের সন্ধান করেছে।

ধর্ম প্রসঙ্গে :

অন্তরা বলেছে প্রকৃত সাম্যভাবনা ভারতের হিন্দু ধর্মে লুকিয়ে আছে। এই হিন্দু ধর্ম ভারতের গৌরবের পরিচয় বহন করেছে। তার মতে এই ধর্মে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে। সে বুঝেছে এই ধর্ম প্রত্যেক ছেলে মেয়ের ব্যক্তিগত প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে। সে বিদেশের কমিউনিজমের চেয়ে ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দিয়েছে। তার মতে ভারতের মানুষেরা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই সাম্যের বাণী প্রচার করে চলেছে। তার জন্য সে কোনও ইজম মানাকে একমাত্র পথ বলে মনে করে না। তবুও কমিউনিস্টদের প্রতি তার বক্তব্য জোরালো -

> "তোমরাও বুঝতে চাইছ না যে, হিন্দু-মুসলমান কেন, ইচ্ছা করলে রাজশক্তি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে অনুগ্রহ-নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে।"[২৭]

তার মতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন জরুরি। সে বলেছে জনযুদ্ধের তাত্ত্বিক নীতি মেনে কমিউনিস্টরা ইংরেজদের সমর্থন করে ভারতের বিপদ ডেকে এনেছে। তার মতে স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশি ব্রিটিশ শক্তি ভারতের দুর্দশার মূল কারণ। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় ছেলেমেয়েদের বেকার করে রেখেছে। তার মতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ না করে বিদেশি স্তালিনের মতো কমিউনিস্টদের 'দেবতার

সন্ধান'[২৮] করা নেহাতই প্রহসনসম। অন্তরা সাম্যের ব্যাপারে নিজের শ্লেষভঙ্গিমাটি লুকিয়ে রাখেনি। তবে একথাটাও মনে রাখতে হবে অন্তরার মনের সমস্ত ঘৃণা নীহারের মতো কমিউনিস্টদের প্রতি ঝরে পড়েছে।

সে বুঝেছে অন্তরের শ্রদ্ধাবোধ থেকে সাম্যভাবনাটি তৈরি হওয়া দরকার। তাতে করে মানুষেরা কমিউনিস্টদের প্রতি সদয় ভাবনা বোধ থেকে তাদের আন্দোলনগুলিকে সমর্থন জানাবে –

> "তার জন্য সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে-কোনও একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় করে কমিউনিজমের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখবো যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই।"[২৯]

তার জন্য আত্ম-সমালোচনার প্রয়োজন। আলোচনা-পরামর্শের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা নিজেদের সাফল্য-ব্যর্থতার কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে। অন্তরা ইতিহাসে কমিউনিস্টদের অবদানকে অস্বীকার করেনি। সে দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবগুলিতে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের কথা অধ্যয়ন করেছে। সে জানে লেনিন প্রত্যেক দেশের জাতীয় আন্দোলনগুলিতে কমিউনিস্টদের অংশ নেওয়ার কথা বলেছেন। লেনিন কমিউনিস্টদের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করতে বলেছেন এই কারণে যে তারা তাতে করে তারা জনসাধারণের মনের ভাবটিকে বুঝতে পারবে। তিনি চেয়েছেন জনগণের এক বিশাল অংশের সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঐক্যমত গঠিত হোক।[৩০] তিনি একটি কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে গেলে কমিউনিস্টদের দেশের জনসাধারণের সমর্থন পাওয়াটাকে জরুরি বলে মেনে নিয়েছেন। কার্ল মার্কস 'Economic & Philosophic Manuscripts of 1844'- এ বলেছেন -

> "This relationship also reveals the extent to which man's need has become a human need; the extent to which, therefore, the other person as a person has become for him a need – the extent to which he in his individual existence is at the same time a social being."[৩১]

সাম্য-ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সুন্দর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে। সাম্য-ভাবের দ্বারা মানুষ তার নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য মানুষগুলির কাছে অবদান রেখে যায়। অংশুমানের কাজ অন্তরাকে প্রভাবিত করেছে। অংশুমানের কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরা নিজের আত্মসমীক্ষা করেছে। অন্তরার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সাম্যভাবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। সে বুঝেছে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ কখনোই সাম্যবাদীদের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা সাম্য-ভাবে মানুষকে জীবনের কাছে দায়বদ্ধ করে রাখে।

অসীম রায়ের 'অসংলগ্নকাব্য' উপন্যাসে সাম্য-ভাবের চেহারাটির সঙ্গে পরিচিত হতে সূর্য ব্যানার্জির কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার সাম্য-ভাব মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। সে কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যেও মানুষকে প্রাকৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছে –

> "সাম্যবাদ আমাদের এই যোগসূত্রটা আরো সুদৃঢ় করে আহ্বান জানাচ্ছে। শুধু একলা প্রাণের বেদনার তীব্রতা নয়, শেষ পর্যন্ত নিজেকে কুরে কুরে খাওয়া নয়, সাম্যবাদ একটা বিরাট কোরাস, একটা উৎসব। এ উৎসবে আমাদের সবাইকে যোগ দিতে হবে।"[৩২]

কমিউনিজম তথা সাম্য-ভাব মানুষকে বেঁচে-বর্তে শেখায়। সে বলেছে সাম্যবাদ 'পিতলের কোন প্রতিমা' নয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সংগ্রামের ঠিক ও অনমনীয় কৌশল গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ কমিউনিজমে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের তথ্যানুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। তাই তো সূর্য ব্যানার্জি স্বপ্ন দেখে। কবিতা লেখে। ভাববাদ ও বস্তুবাদের এক আশ্চর্য সমন্বয়ে ঘটাতে চায়। সূর্যর সাম্যভাব কথক বংশী মিত্রের দৈনন্দিন জীবনকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে -

> "কমিউনিজমের জয়যাত্রা যে পার্টি ত্বরান্বিত করেছে আমি সেই পার্টির দিকে হাত বাড়িয়েছি, যে লেখক এই জয়যাত্রায় পথের আবর্জনা সরাতে চেষ্টা করেছে তার লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। এই সব করেছি আমার রাজনৈতিক কাজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা যথাযথ সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই।"[৩৩]

এই বংশী মিত্র কারখানায় সুপারভাইজারি কাজে নিযুক্ত। বংশী মিত্রের বক্তব্যের মধ্যে কমিউনিজম তথা সাম্য-ভাবে ভাবিত সাধারণ মানুষগুলির প্রতিক্রিয়াকে পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব, চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কমিউনিস্ট পার্টি

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে প্রলেতারিয়েতদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে দেশের সাধারণ মানুষগুলিকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত বংশী মিত্রের কাছে বিষয়টি অজানা নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থেকে গেছে তা বংশী মিত্র অস্বীকার করেনি। তার এই বক্তব্য বংশীর কমিউনিজম সংক্রান্ত অধ্যয়ন ভাবনার ফল। সে কমিউনিজম সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখকের বই পড়েছে। বইগুলি পড়ে কমিউনিজমের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে চেষ্টা করেছে। সে জেনেছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি তার বিভিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থানের দ্বারা দেশের জনসাধারণের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির সাহায্য নিয়ে জনসাধারণের কাছে কমিউনিস্টদের বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরেছে। কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করতে লড়াইয়ের পথে নেমেছে। জীবনের আটাশটা বছর পলিথিন কারখানায় সুপারভাইজারি করে কাটিয়ে দেওয়া বংশী কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবু কমিউনিজম সম্পর্কে তার এই চিন্তাধারা তার অধ্যয়নের গভীরতার দিকটিকে তুলে ধরেছে। পলিথিন কারখানা সুপারভাইজারি করতে থাকা বংশী কোনও 'রাজনৈতিক জ্ঞান' কিংবা কোনও 'যথাযথ সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড' ছাড়াই তার কাহিনি লিখতে বসেছে।

কার্ল মার্কস তাঁর রচিত 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte' (1852) গ্রন্থে রাষ্ট্রকে 'পুঁজির স্বার্থরক্ষা' এবং 'পুঁজির শাসনের' একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন।[৩৪] কমিউনিস্টদের কিছু অংশের চিরাচরিত ধারণা অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অত্যন্ত জরুরি কাজ। বুর্জোয়াদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে প্রলেতারিয়েতদের ন্যায্য ও বন্টনের সুষম উপায়ের ব্যবস্থা করে দিতে কমিউনিস্টরা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বংসকে আশু কর্তব্য বলে মনে করেছেন। তারা দেখেছে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষগুলির শোষণ ও বঞ্চনাকে। উপন্যাসে সূর্য ব্যানার্জির দুই ভাই আরুণি ও উপমন্যু এই আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকেই একমাত্র প্রধান কাজ বলে মনে করেছে। তারা বিশ্বাস করেছে শ্রেণি শত্রুদের খতমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসটি।

> "শ্বেত সন্ত্রাস স্তব্ধ করো লাল সন্ত্রাস দিয়ে। আমাদের পার্টির এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।"[৩৫]

অথচ উপন্যাসে কমিউনিস্ট সূর্য ব্যানার্জি ওরফে সোনা সাম্যবাদের এমন এক ব্যাখ্যা হাজির করেছে, যা দেখে আমাদের হতচকিত হতে হয়েছে –

> "এটা মনে রাখবেন, সাম্যবাদ মানে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয়, ওটা নিশ্চয় দরকার, কিন্তু লক্ষ্য হল গোটা মানুষটাকে পাল্টে দেওয়া...।"[৩৬]

সে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকেই একমাত্র প্রধান বলে মনে করে না। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন নিয়েও কমিউনিস্টদের মধ্যে যে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা গিয়েছে সূর্য তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সূর্য যে কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে তা নয়। সে বলেছে ওটা নিশ্চয় দরকার। পাশাপাশি সে এ কথাটা জানাতে ভোলেনি লক্ষ্যটা হল মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। সকলের মিলিত সাধন ঐক্যের মধ্য দিয়ে যে একটা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সূর্য সে কথাই বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছে।

কৃষিজীবী মানুষের প্রসঙ্গে :

আরুণি ও উপমন্যুর মতে তাদের দাদা শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসকে মেনে না নিয়ে শ্রেণি সমঝোতার দিকে ঝুঁকেছে। তাদের মতো কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে 'বিপ্লব সূচীকর্ম নয়'।[৩৭] সূর্য ব্যানার্জি কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচিতে বিশ্বাস রেখেছে। সাম্যবাদে প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের জোট বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। সাম্যবাদীরা কৃষকদের সবচেয়ে নিরুপায় অবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তারা জমিদারদের দ্বারা কৃষকদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটিকে দেখেছেন।[৩৮] সূর্য ব্যানার্জি গ্রামে গেছে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে। সে সেখানে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়েছে। দিনের পর দিন কৃষকদের মাঝে থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে –

> "এই অপরিসীম দারিদ্র্য অনাহার, অভাববোধের প্রকাণ্ড অভাবের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, যদি আমরা নামের লোভে চমকপ্রদ কিছু করার তাড়নায় হটে না আসি, তাহলেই গ্রামের চেহারা, দেশের চেহারা পাল্টাবে। নইলে গ্রাম থাকবে শহরের মানুষের ক্যামেরার গ্রাম অথবা বক্তৃতার গ্রাম হয়ে।"[৩৯]

সে ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়েছে। একবেলা খেয়েও কৃষকদের সঙ্গে থেকেছে। সন্ধেবেলায় শুধু আটার গোলা খেয়ে ঘুমিয়েছে। সে এই সবকিছু করেছে সাম্যভাবনার প্রতি বিশ্বাস রেখে। সে বুঝেছে মানুষের সঙ্গে মিশে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব। সাম্য-ভাবের আলো ও আঁধারের খেলা শুধুমাত্র যে সূর্য ব্যানার্জি আর তার দুই ভাইয়ের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধের সৃষ্টি করেছে তা নয়। বরং সাধারণ মানুষগুলির মনের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিরাট সংশয়ের। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে কোন্ পথটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য? আরুণি ও উপমন্যুদের মতো হিংস্রতা ও শ্রেণি সংঘর্ষের পথ, নাকি সূর্য ব্যানার্জির কৃষি বিপ্লবের উপর আস্থা রাখার পথ- সেটা তারা বুঝে উঠতে পারে না। তারা দেখেছে রাজনৈতিক জগতে উপমন্যুদের মতো কমিউনিস্টরা শ্রেণি ঘৃণায় জ্বলছে। তাদের উপর পুলিশের প্রবল প্রহার পড়েছে। বেশিরভাগ তরুণ জেলে গেছে ও মারা গেছে। তারা সূর্যর কথাগুলিকেও স্বীকার করেছে। সূর্য ব্যানার্জি তাদের চিন্তাভাবনাগুলিকে মুক্ত মনে তাদেরই সামনে তুলে ধরেছে।

নারী ও ধর্ম প্রসঙ্গে :

কমিউনিজম শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা তোলে না। তা সমাজে মানুষের বৈষম্যের দিকগুলিকে তুলে ধরেছে। এই বৈষম্য হতে পারে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক। সামাজিক বৈষম্যে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি পড়েছে। এটি একটি অন্যতম বৈষম্য। আসলে সূর্য ব্যানার্জি চেয়েছে কমিউনিজমের প্রকৃত ধারণাটিকে মানুষগুলি চিনে নিক। এই ধারণাগুলির মধ্যে একটি ধারণা নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে। নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রসঙ্গে সূর্য মনে করেছে প্রধানত আর্থিক কারণেই নারীরা পরাধীন। তার মনে হয়েছে ওই আর্থিক কারণটা যদি দূর করা যায় তাহলেই নারী পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। কথকের সঙ্গে সোনার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একটি কমিউনিস্ট সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা–

> "তাহলে কি যেসব দেশের সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোন চিড় পড়ে না?"[৪০]

- কথকের এই প্রশ্নের উত্তরে সোনা বলেছ –

> "সারা জীবন চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আগে ধর্ম-কর্ম মানুষকে তার খোলস ছাড়তে সাহায্য করেছিল, মানুষ ভাবতে পারতো এই চব্বিশ ঘন্টা অস্তিত্বের কোন বিশেষ রূপ আছে যে রূপের সঙ্গে ত্রিভুবন বাঁধা পড়েছে। সেই ধর্মবোধ এখন নিরস ছিবড়ে। মানুষের এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, কার্ল মার্কস সেই ধর্মের স্রষ্টা। শুধু একা নয়, সবাই মিলে, হাত লাগিয়ে কাঁধ লাগিয়ে এই বাঁচার চেষ্টার মতো তাৎপর্যপূর্ণ আর কী থাকতে পারে? এরই মাঝখানে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক।"[৪১]

সোনা বলতে চেয়েছে মেয়েরা যে 'পরী' নয়, 'তোয়ালের বিজ্ঞাপনে নায়িকা' নয়। তারাও একজন সাধারণ মানুষ। কমিউনিজমে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ভারতবাসীর মন। বিশেষ 'ধর্মবোধ' মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করার পাশাপাশি তার চৈতন্যকেও চলেছে প্রতিনিয়ত সুগঠিত। মানুষের চৈতন্যের সম্মেলনে ধর্মবোধের প্রেরণায় অটুট সম্পর্কে বাধা পড়ে নারী পুরুষের সত্তা। অথচ সামাজিক জীবনে মানুষ খুব আংশিক। একটা বুক চাপা একাকীত্বের বেদনাবোধ প্রতিনিয়ত মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষ এই বেদনা বোধগুলিকে সীমিত করে দেখার চেষ্টা করে এসেছে। কোনো এক 'পরম সত্তায়' বিশ্বাসী মানুষের চৈতন্য। নিজেদের আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা, হাসি-কান্নাগুলিকে সেই পরম সত্তায় নিবেদন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনচর্চাকে করে চলেছে ক্রমাগত অভ্যস্ত ও উন্নীত। কিন্তু সে ধর্মবোধটাই যখন 'ছিবড়ে' হয়ে আসে তখন মানুষের দাঁড়াবার কোনও জায়গা থাকে না। সূর্য ব্যানার্জি মনে করেছে কার্ল মার্কস মানুষের চৈতন্যের এই শূন্যস্থান ভরাট করতে এক 'নতুন ধর্ম' সৃষ্টি করেছেন। তার সাম্য চিন্তার মধ্যে ধর্মের সাধারণ সূত্রটির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। সূর্য ব্যানার্জির প্রত্যেকটি কথা সামাজিক বৈষম্যের প্রতি দিক নির্দেশ করেছে। সেই প্রশ্নগুলির সমাধানে সকলে মিলে বেঁচে থাকার একটা প্রেরণার কথা বলা হয়েছে। সে এই কথাটি বারবার বোঝাতে চেয়েছে যে একটা সামাজিক যৌথ অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সমাজে নারী-পুরুষ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সমস্যাগুলি মিটিয়ে দেবে। সাম্যবাদ সূর্য ব্যানার্জির মতো

মানুষগুলির কাছে জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা। কবিতা তাকে এই প্রেরণায় মুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে জীবনকে মেলাতে গিয়ে তার মধ্যে দেখা গেছে দ্বন্দ্ব। সূর্য হ্যালুসিনেশানের জগতে ডুবে গেছে। জীবনের সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। হ্যালুসিনেশানের এক মায়া জগতে সে অবস্থান করেছে। আবার এসবের মধ্যে থেকেও সে স্বপ্ন দেখেছে। সে মানুষগুলিকে নতুন করে সাম্য-ভাবের কথা বলেছে। সে বলেছে –

> "সোনা মাথা ঝাঁকি ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে মানুষ বুঝেছে, তাকে নতুন কিছু করতে হলে তাকে নিজেকে নতুন বানাতে হবে।"[৪২]

সাম্য-ভাবে নিজেকে নিরন্তর তৈরি করার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। মানুষের চেতনা যে সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সমাজের সঙ্গে বাস করে মানুষ তার সামাজিক সত্তার পরিচয় বহন করে। কমিউনিজম মানুষের অস্তিত্বকে নিরন্তর প্রমাণ করে চলেছে। সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক মানুষ সমাজ বিকাশে ঘটনাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেদের চেতনাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত করে চলেছে। মানুষের চেতনার সঙ্গে চাহিদার একটা অসামঞ্জস্যবোধ আছে। কমিউনিজমে মানুষের মনের মধ্যেকার এই অসামঞ্জস্যবোধগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে নেবার কথা বলা হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে কানাই সাম্য-ভাবের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছে। তার মনের বিষ তাকে আচ্ছন্ন করেছে ঠিকই কিন্তু সাম্য চেতনায় বিশ্বাস রেখে অসহায় মানুষগুলির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। কাজের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছে। বনফুলের 'অগ্নি' উপন্যাসে অন্তরা নীহারের মধ্যে সে স্বার্থকে দেখেছে। নীহারের স্বার্থ কখনোই যে সাম্য-ভাবের আলোয় আলোকিত হতে পারে না। কমিউনিজমের প্রতি অন্তরার কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। সে শুধু নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী কমিউনিস্টদের সন্ধান করেছে। অসীম রায়ের 'অসংলগ্নকাব্য'-তে আরুণি ও উপমন্যু সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্য-ভাবকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। তবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা কখনোই সাম্যবাদের প্রেরণা হহতে পারে না। সাম্যবাদে সকল মানুষের মানবিকতাকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে। সূর্য ব্যানার্জি 'গাইড টু অ্যাকশন'-এর কথাকে মান্যতা দিয়েছে। কমিউনিজম একটা 'গাইড টু অ্যাকশন'। তারা প্রত্যেকেই সাম্য-ভাবের আলো-আঁধারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তারা স্বীকার করেছে সাম্য-ভাবের অজস্র ত্রুটি আছে। আর এই ত্রুটিগুলিকেই তারা শক্তি বলে মনে করেছে। তাদের মনে হয়েছে সাম্য-ভাবের আলো-আঁধারে লুকিয়ে থাকে মানুষের গুণাবলি। মানুষ লেখনীর মাধ্যমে সাম্য-ভাবের বক্তব্যটিকে নিরন্তর পাঠকের সামনে হাজির করে চলেছে। নিঃসঙ্গ মানুষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে জীবনের দিকে।

Reference:

১. MARX KARL AND ENGELS FREDERICK, SELLECTED WORKS, VOL-3, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, First Printing 1970, P. 328-335
২. পূর্বোক্ত, পৃ. 127 (বুর্জোয়ারা সামাজিক উৎপাদনের 'মালিক'। স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন প্রভৃতির মধ্যে নিজেদের আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে)
৩. LENIN, V. I, SELLECTED WORKS, VOL-2, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, 1970, P. 356-358
৪. তারাশঙ্কর, রচনাবলী (৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৭, পৃ. ৯৯
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪
৭. tung Tse- Mao, 'The Role of the Chinese Communist Party in the National War' (October 1938), Selected Works, Vol. II (https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_10.htm)
৮. তারাশঙ্কর, রচনাবলী (৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৭, পৃ. ১১৪
৯. MARX KARL AND ENGELS FREDERICK, SELLECTED WORKS, VOL-1, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, First Printing 1969, P-126-127

১০. Engels Frederick, ‘The Condition of the Working Class in England’, (www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working- class/index.htm)
১১. LENIN, V.I, SELLECTED WORKS, VOL-1, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, 1963, P. 751
(লেনিন বিশাল ঔপনিবেশিক শক্তি এবং বিশ্ব বাজার দখলের প্রচেষ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন)
১২. তারাশঙ্কর, রচনাবলী (৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৭, পৃ. ১৩৩
১৩. LENIN, V. I, SELLECTED WORKS, VOL-2, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, 1970, P. 347
১৪. তারাশঙ্কর, রচনাবলী (৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৭, পৃ. ২৬৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
১৬. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস’ (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৭, পৃ. ৩০৩
১৭. মুখোপাধ্যায়, সরোজ, ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৬৩
১৮. MARX KARL AND ENGELS FREDERICK, SELLECTED WORKS, VOL-1, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, First Printing 1969, P. 120
১৯. রচনাসমগ্র চতুর্থ খণ্ড, বনফুল, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রকাশ ২০১২, পৃ. ৫১৮
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯
২১. Engels Frederick, ‘The Origin of the Family, Private Property and the State’, (https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/index.htm)
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৯
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪
৩০. V. I, Lenin, ‘Draft Theses on National and Colonial Questions’, (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/jun/05.htm)
৩১. Marx Karl, ‘Economic & Philosophic Manuscripts’, (https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm)
৩২. রায়, অসীম, ‘অসংলগ্নকাব্য’, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ১১
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৩৪. MARX KARL AND ENGELS FREDERICK, SELLECTED WORKS, VOL 1, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW, First Printing 1969, P. 442
৩৫. রায়, অসীম, ‘অসংলগ্নকাব্য’, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ১১২
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৩৮. লেনিন, ভি. আই, 'গ্রামের গরীবদের প্রতি', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৪৪, পৃ. ২৮
৩৯. রায়, অসীম, 'অসংলগ্নকাব্য', প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ৯৫
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪২৭
বনফুলের রচনাসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
রায়, অসীম, 'অসংলগ্নকাব্য', প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৭৩

সহায়ক গ্রন্থ :

MARX KARL AND ENGELS FREDERICK, SELLECTED WORKS, VOL-1/2/3, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW
LENIN, V. I, SELLECTED WORKS, VOL-1/2/3, PROGRESS PUBLISHERS, MOSCOW